বাড়ির কাজ

ছেলেধরা

---শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

৪) ''সে প্রাণের দায়ে কাঁটা বন ভেঙে লাফিয়ে পড়লো একটা ডোবায়।'' ---'সে' কে ? তার কেন এইরূপ অবস্থা হয়েছিল ?

উত্তর : 'সে' বলতে এখানে লতিফ মিঞার কথা বলা হয়েছে।

লতিফ মিঞাকে ছেলেধরা সন্দেহে গ্রামবাসীরা ধরার চেষ্টা করলে সে প্রাণে বাঁচতে কাঁটা বন ভেঙে একটা ডোবার মধ্যে লাফিয়ে পড়েছিল।

৫) ''লোকটার অবস্থা দেখে চোখে জল এলো'' --- কার চোখে জল এসেছিল? বক্তার চোখে জল এসেছিল কেন ?

উত্তর : লোকটার অবস্থা দেখে লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চোখে জল এসেছিল।

গ্রামবাসীরা ছেলেধরা সন্দেহে লতিফ মিঞাকে তাড়া করলে সে প্রাণে বাঁচতে কাঁটা বন পেরিয়ে একটা ডোবার মধ্যে লাফিয়ে পড়েছিল। গ্রামবাসীরা সেখানকার

Scanned with CamScanner

পাড়ে দাঁড়িয়ে লতিফ মিঞাকে ঢিল দিয়ে আঘাত করে। সে ইঁটের আঘাত ও জল খেয়ে আধমরা হয়ে যায়। এমতাবস্থায় কিছু উৎসাহী লোক তাকে জল থেকে টেনে হিঁছড়ে তোলার চেষ্টা করলে সে কাঁদতে কাঁদতে বলে তিনি ও তার ভাই মামুদ ছেলেধরা নয়, লোকটির এই অবস্থা দেখে লেখকের চোখে জল এসেছিল।

৬) ''হীরু সঙ্গে এসেছিল বাড়ি চিনিয়ে দিতে।''--- হীরু কাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিল বাড়ি চিনিয়ে দিতে ? বাড়িটি কাদের ছিল ? কীসের জন্য নিয়ে এসেছিল ?

উত্তর : হীরু রাইপুরের লাঠিয়াল মুসলমান দুই ভাই লতিফ মিঞা ও মামুদ মিঞাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল বাড়ি চিনিয়ে দিতে।

বাড়িটি ছিল হীরুর খুড়ো ও খুড়িমার অর্থাৎ মুখুজ্জ্যে দম্পতির।

হীরু নিজের ভাগের সম্পত্তিটুকু অর্থাৎ প্রাপ্য অধিকারটুকু বুঝে নেওয়ার জন্য তাদের নিয়ে এসেছিল।

৭) ''এ জনশ্রুতি পুরোনো''--- এখানে কোন্ জনশ্রুতির কথা বলা হয়েছে ?

উত্তর : জনশ্রুতিটি ছিল - রূপনারায়ণ নদীর উপর রেলের পুল তৈরি করার জন্য তিনটি শিশুর মধ্যে দুটি শিশুকে বলি দেওয়া হলেও একটি শিশু সংগ্রহের কাজ চলেছে। তাই রেল-কোম্পানীর নিযুক্ত ছেলেধরারা শহরে ও গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে কখনো ভিখিরির পোশাকে, কখনো বা সাধু-সন্ন্যাসীর বেশে, কখনো বা লাঠি হাতে ডাকাতের ছদ্মবেশে। তারা কখন কোথায় এসে হাজির হবে সেটা কেউ বলতে পারে না।

Scanned with CamScanner